2 4 JUN 2008

সম্পাদক সমীপে

মর্নিং স্কুল ও গ্রামবাংলার বিদ্যার্থী

দেশ চলবে বোদ্ধাজনের বুদ্ধিতে, সেটাই স্বাভাবিক। আর বোদ্ধাজন মাত্রই দেশের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণ কামনায় সদা আন্তরিক তাতেও সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তবে সকল বোদ্ধাজনই যে সব বিষয়েই সর্বোত্তম জ্ঞান রাখেন তাও একেবারেই অবাস্তব। যিনি ডাক্তার তিনি হয়তো রোগ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী কিন্তু আইন সম্পর্কে নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞ নন। তেমনি একজন কৃষক চাষবাস সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান রাখেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট তার অর্ধেক জ্ঞানও রাখেন না। তদ্রূপ একজন শহরের বাসিন্দা বাংলাদেশের পল্লী প্রকৃতি সম্পর্কে কতটুকু বা জানেন?

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানায়, সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়সূচী মার্চ মাস থেকে সকাল ৮টায় শুরু হয়ে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলবে এবং তা আগস্ট মাস পর্যন্ত। এ সময়টায় মাঝে-মধ্যে খুবই গরম পড়ে এবং মাঝে-মধ্যে ঝড় বৃষ্টিও হয় প্রচণ্ড, একথা খুবই সত্য। এ মতের সঙ্গে অনৈক্য দেখাবেন, এমন মানুষ এ দেশে আছে বলে মনে হয় না। এ সময় অনুযায়ী শ্রেণী পাঠদান কাজ চললে, শহরের শিক্ষার্থীদের জন্য খুবই সুবিধা।

কারণ শহরের শিক্ষার্থীরা ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় বিদ্যালয়ে পৌঁছে জ্ঞানার্জনের অনুকূল পরিবেশ পাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শহরের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অত্যাধুনিক যানবাহনে চড়ে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে এবং ফিরতে কোনোই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সুতরাং শহরের বিদ্যালয়গুলো মর্নিং স্কুল চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অধিকতর বিদ্যা বিতরণ করতে সক্ষম। কিন্তু যত সমস্যা শুধু গ্রামকে নিয়ে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে শহরের শিক্ষার্থীদের মতো আগ্রহও নেই, সুযোগ-সুবিধাও নেই। তাদের অভিভাবকগণও শিক্ষার কোনো খোঁজ-খবর রাখেননা বললেই চলে। গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলের মতো ঘন ঘন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও নেই। তাই অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ৩-৪ কি.মি. হেঁটে অথবা নৌকায় স্কুলে যাতায়াত করে। তাদের পক্ষে সকাল ৮টায় শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? আর যদি সম্ভব করতেই হয়, তবে নাওয়া-খাওয়া ভুলে রাস্তায় নামতে হয়। আবার দুপুর ২টায় ছুটি হলে প্রখর রোদ উপেক্ষা করেই বাড়ীর পথ ধরতে হয় এবং সাড়ে ৩টা-৪টায় বাড়ী পৌঁছতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের খাবারের সময় কোথায়? শুধু খাবারের কথাই বা বলি কেন, পড়ার সময়টা কোথায়? শুধু কি বিদ্যালয়ে যাতায়াত করলেই চলবে? নাকি বই-নিয়েও বসতে হবে?

বাংলাদেশের প্রায় নব্বই ভাগ সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করেন শহরাঞ্চলের সম্মানিত বাসিন্দাগণ- সেটা তো মিথ্যা নয়। শহরাঞ্চলেই দৈনিক প্রায় ৮ ঘন্টা বিদ্যুতের লোডশেডিং জায়েজ হয়েছে যেখানে, সেখানে গ্রামের অবস্থা কী হবে সেটা সহজেই কল্পনা করা যায়। গ্রামাঞ্চলে তো তেমন কোনো প্রভাবশালী নাগরিক বাস করেন না। আর তাই 'পল্লী বিদ্যুৎ'-এর কর্তাব্যক্তিদের খেয়াল খুশি মতোই চলছে। কোনো দিন ৪-৫ ঘন্টা কোনো দিন হয়তোবা আরো কম বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। যদি তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় তবে তাদের সাফ জবাব আসে, আমাদের কিছু করার নেই, যা পারেন করেন। ব্যস! আমরা আবার কী করবো! আমরা তো নিরীহ প্রাণী। আর আমাদের শিক্ষার্থীরা রাত ১০-১১টা পর্যন্ত গরমে অতিষ্ঠ হযে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছে নিয়মিত। সুতরাং বইয়ের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ঘটে না বললেই চলে। আর তাই এ কথা স্পষ্ট বলা চলে যে, গ্রাম-গঞ্জের স্কুলগুলোতে যতদিন মর্নিং স্কুল চলে ততদিন শিক্ষার্থীরা বাড়ীতে বই খোলার সুযোগই পায় না। তবে, যদি সকাল ১০টা থেকে শ্রেণী পাঠদান কাজ চলে, তবে শিক্ষার্থীরা সকালে অন্তত ২-৪ ঘন্টা বই নিয়ে বসার সুযোগ পাবে, সন্দেহ নেই। তদুপরি যথাসময়ে রীতিমত নাওয়া-খাওয়া সেরে টিফিনটা সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ে হাজির হতে পারে। ফলে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে।

অবশ্য মর্নিং স্কুল 'সিস্টেমটা' আগেও ছিল। তবে তখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে ১৫-২০ দিন মর্নিং স্কুল চালু রাখতো। ছয় মাস পর্যন্ত মর্নিং স্কুল বেঁধে দেয়া কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে গ্রাম-গঞ্জের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পথকে প্রসারিত করতে সচেষ্ট হবেন।

–এম এ রহমান
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
অরুয়াইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
অরুয়াইল, বি-বাড়িয়া।